بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Hizb ut Tahrir

নং: ১৪৩৯-০৯/০৯/২ শুক্রবার, ০৯ রমযান, ১৪৩৯ হিজরী ২৫/০৫/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র অধীনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ (২৫/০৫/২০১৮) বাদ জুমু'আ, ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং এর সমাধান নিয়ে ঢাকা শহরজুড়ে বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে জুমু'আ বয়ানের (মুসল্লিদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা সভা) আয়োজন করে। সংগঠনের সদস্যগণ এতে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেন:

- বক্তৃতায় গত ১৪ই মে, ২০১৮, গাজা-ইসরাইল সীমান্তে ব্যাপক গণবিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে দখলদার ইসরাইলী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গুলি ও আগুণের গোলা নিক্ষেপ করে ৮ মাসের এক কন্যাশিশুসহ কমপক্ষে ৬০ জন ফিলিস্তিনী মুসলিমকে হত্যা এবং ২৭০০ জনেরও অধিক মানুষকে আহত করার বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ ও কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়।

- ক্রুসেডার মার্কিনীদের কর্তৃক মুসলিমদের পবিত্র ভূমি আল-কুদ্‌সকে (জেরুজালেম) ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

- পাশাপাশি, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিনে (১৪ মে, ২০১৮) মুসলিমদের আরেক দফা উপহাস ও অপমানিত করতে এবং মুসলিম উম্মাহ্'র অনুভূতিকে আঘাতের উদ্দেশ্যে আমেরিকা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দূতাবাস তেল-আবিব থেকে আল-কুদ্‌স-এ স্থানান্তরের মত ট্রাম্পের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য আরব এবং মুসলিম বিশ্বের শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করা হয়।

- আল-কুদসে'র স্বাধীনতা, এবং বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর পরিকল্পিত নৃশংসতার বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত (৫-৬ মে, ২০১৮) ও.আই.সি. পররাষ্ট্র মন্ত্রীপরিষদ সম্মেলনের গভীর উদ্বেগকে মুসলিম শাসকদের প্রতারণা ও অকার্যকর কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, কারণ মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকেরা ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের প্রস্তাবনাকে নির্লজ্জভাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

বক্তাগণ বলেন, বিগত ৭০ বছর ধরে আরব বিশ্বের শাসকগণ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের পশ্চিমা প্রভুদের অবৈধ সন্তান ইসরাইলের সুরক্ষার জন্য ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, এবং আজও এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। শুধুমাত্র মায়াকান্না দেখানো আর প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান ছাড়া মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী দেশসমূহ এই ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিংবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফিলিস্তিনে চলমান হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে সবচেয়ে সরব বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দেশগুলোর মধ্য একটি তুরস্ক, যার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এরদোগান ফাঁকা বুলি হিসেবে ইসরাইলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, ইসরাইলী রাষ্ট্রদূতকে "সাময়িক" বহিষ্কার এবং নেতানিয়াহুকে মুসলিম হত্যার জন্য দায়ী করেছে, অথচ সে সেনা ও বিমান অভিযান পরিচালনা করে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইসরাইলকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম, কিন্তু সে আল-কুদসকে মুক্ত করতে সামরিক বাহিনী প্রেরণতো দূরে কথা, ইসরাইলের জন্য তুরস্কের বন্দর বন্ধেরও ঘোষণা দেয়নি, যা তাদের তেল আমদানিতে ব্যবহৃত হয়, কিংবা বাতিল করেনি ইসরাইলের সাথে লক্ষ-কোটি ডলারের তেল-গ্যাস চুক্তি (উল্লেখ্য যে, তুরস্ক ইসরাইলের ৮ম বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার)! নিশ্চয়ই মুসলিম বিশ্বের প্রতারক শাসকরা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে।

বক্তাগণ আরও বলেন: হে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! এই অভিশপ্ত ইহুদীদের এবং মিয়ানমারের ভয়ঙ্কর পাশবিকতা এবং ঔদ্ধত্যের জবাবে আপনারা নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, মুসলিম বিশ্ব আল-কুদ্‌স এবং আরাকানকে মুক্ত করার দায়িত্বকে পরিত্যাগ করেছে। এমতাবস্থায়, আপনারাও এসব পশ্চিমা পদলেহী বিশ্বাসঘাতক শাসকদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন, যাতে এই ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত হতে পারেন। এক মুহূর্তের জন্যও এটা ভাববেন না, ফিলিস্তিন সমস্যা হচ্ছে আরবদের সমস্যা এবং আরাকান সমস্যা রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যা, বরং উপলব্ধি করুন, এটা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্'র সমস্যা, এবং এই সমস্যা সমাধানে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ হিসেবে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। হে অফিসারগণ! আমরা আপনাদেরকে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: **"মুসলিম উম্মাহ্ হচ্ছে একটি দেহের মত, যখন এর এক অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমগ্র দেহই ব্যাথা ও জ্বর অনুভব করে"** [সহীহ্ মুসলিম]। হে অফিসারগণ! আপনারা ভুলে যাবেন না যে, আল-কুদ্‌স-এর অধিকারী হচ্ছে মুসলিমগণ, যা আমাদের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) কর্তৃক মুক্ত হয়েছিল, যদিওবা পরবর্তীতে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা এটি দখল করে নিয়েছিল, তথাপি আপনাদের সত্যিকারের পূর্বসূরী জেনারেল সালাহ্‌উদ্দীন আইয়্যুবী খ্রিষ্টান কাফিরদের কাছ থেকে এটিকে পুনরায় মুক্ত করেছিলেন। এখন আপনাদের পালা, এই যুগের সালাহ্‌উদ্দীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন এবং দখলকৃত আল-কুদ্‌স'কে মুক্ত করুন। হে অফিসারগণ! আপনাদের শিরায় সালাহ্‌উদ্দীন আইয়্যুবীর রক্ত বইছে, জেনারেল সালাহ্‌উদ্দীন আল-কুদ্‌স'কে দখলকারি খ্রিষ্টানদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন ২৭ রজব, ৫৮৩ হিজরী (০২/১০/১১৮৭ ইং), এবং তারপর আসে শা'বান ও রমযান, ৯০ বছর আবার ইসলামের অধিনে শাসন। হে সাহসী অফিসারগণ! যেহেতু আপনারা আরেকটি রমযানে উপনীত হয়েছেন সেহেতু সালাহ্‌উদ্দীনের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। আমরা জানি যে, আল-আকসা মসজিদকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করতে আপনারা উদগ্রীব হয়ে আছেন। সুতরাং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন। কারণ, আপনাদের ফিলিস্তিনী ভাই-বোনদের রক্ষা করতে, এবং আরাকানকে মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করতে যে শক্তিশালী সামরিক অভিযান প্রয়োজন তা প্রেরণ করার মতো সাহস এবং সঙ্কল্প **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর রয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্'র রাহে জিহাদ করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" [সূরা আন-নিসা: ৭৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ